পাপিয়া দম্পতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চায় রাষ্ট্রপক্ষ

ক্যাসিনোকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়া ও তার স্বামী মফিজুর রহমান ওরফে মতি সুমনের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দাবি করেছে রাষ্ট্রপক্ষ।

অস্ত্র আইনে দায়ের হওয়া মামলায় বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শুনানি শেষে এ দাবি করেন ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আবু।

বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপক্ষ ও পাপিয়ার স্বামী মতি সুমনের পক্ষের আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপন শেষ করেন এবং অপর আসামি পাপিয়ার বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন শেষ না হওয়ায় শুনানির জন্য ফের ২৭ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেন আদালত।
আব্দুল্লাহ আবু বলেন, মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণে আসামিদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আশা করছি, রায়ে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে।

এ মামলায় গত ৮ সেপ্টেম্বর ১২ জন সাক্ষীর মধ্যে ১২ জনেরই সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। এর আগে ২৩ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

২০ হাজার দর্শক নিয়ে উয়েফা ফাইনালের আয়োজন, আতঙ্কে

হাঙ্গেরি

করোনা মহামারির মধ্যেই হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে উয়েফা সুপার কাপের ফাইনাল দিয়ে ইউরোপের ফুটবল অঙ্গনে ফিরছে দর্শক। বুদাপেস্টের পুসকাস অ্যারেনায় ২০ হাজার দর্শক মাঠে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে আয়োজক কমিটি উয়েফা।

তবে সুপার কাপে দর্শক প্রবেশের বিষয়টি নিয়ে শঙ্কিত হাঙ্গেরিয়ানরা। দেশটিতে প্রতিদিনই সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য স্টেডিয়ামে হাজারো দর্শক প্রবেশের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি ঝুঁকির হবে বলে মনে করছেন দেশটির মেডিকেল চেম্বারের পরামর্শক আন্দ্রাস সিসলেক।

বৃহস্পতিবার হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে উয়েফা সুপার কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ ও সেভিয়া।

চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইউরোপা লিগ এই দুই আসরের শিরোপা জয়ীকে নিয়ে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় উয়েফা সুপার কাপ। প্যারিস সেইন্ট জার্মেইকে হারিয়ে এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগে ট্রফি জিতে নেয় বায়ার্ন মিউনিখ। আর ইউরোপা লিগে ইন্টার মিলানকে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তুলে নেয় স্প্যানিশ সেভিয়া।

এদিকে, হাঙ্গেরিতে করোনার সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। দেশটিতে প্রতিদিন করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে ৬০০-এর বেশি মানুষ। তাই এই মুহূর্তে স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শক প্রবেশ করতে দিলে হাঙ্গেরিতে করোনা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।

হাঙ্গেরির মেডিকেল চেম্বারের পরামর্শক আন্দ্রাস সিসলেক বলেন, করোনার কঠিন সময়ে সুপার কাপে স্টেডিয়ামে ২০ হাজার দর্শক অনুমতি দেওয়াটা ঠিক হয়নি। হাঙ্গেরির জন্য বিষয়টি বড় ধরনের ঝুঁকির। দর্শকের উপস্থিতিতে ম্যাচ আয়োজন, এর চেয়ে খারাপ সময় আর হতে পারে না। কারণ স্টেডিয়ামে দর্শক আলাদা করা সম্ভব নয়। গণপরিবহন, স্টেডিয়ামের প্রবেশপথ, আসন সব জায়গায় সংক্রমণ হওয়ার আশাঙ্কা থাকছে।

বিরোধীদলীয় এমপি ব্রবলি বলেন, করোনা মহামারিতে উয়েফার এমন পরীক্ষা হতাশার। নাগরিকরা করোনা নিয়ে প্রতিনিয়ত শঙ্কিত। স্টেডিয়ামে হাজারো দর্শক প্রবেশের অনুমতির বিরোধিতা করছি। আশা

করছি উয়েফা বিষয়টি গুরুত্ব দেবে।

তবে করোনার এমন অবস্থায় নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে উয়েফা সরে আসে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

ধানের দাম বেশি তাই বাড়ছে চালের দাম

ধানের দাম বাড়ার ফলে চালের দাম বাড়ছে বলে জানিয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরের ব্যবসায়ীরা।

এর আগে গত সপ্তাহে সব ধরনের চালের দাম মানভেদে কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা বেড়ে যায়। ধানের দাম বৃদ্ধি ও সংকটের কথা বলে চালের দাম বাড়িয়ে দেন মিল মালিকরা। তবে মিল মালিকরা বলছেন, ধানের দামের সঙ্গে সমন্বয় করে বাড়ছে চালের দাম।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন খুচরা বাজার ও পৌর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ দশ দিনের ব্যবধানে বস্তা প্রতি একশো থেকে দেড়শো টাকা বেড়েছে।

মান্নান স্টোরের মালিক আব্দুল মান্নান জানান,কয়েকদিন হলো মিনিকেট চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকা কেজি, কাজললতা ৪৮-৫০ টাকা কেজি, আঠাশ ৪৮-৫০ টাকা কেজি এবং
মোটা চাল ৪২-৪৪ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। অথচ কয়েক সপ্তাহ আগে বিভিন্ন ধরনের চাল কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা কম ছিলো। তবে কেন

দাম বেড়েছে এর কোন কারন তিনি জানাতে পারেনি।

পৌর বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী শাপলা ট্রেডার্সের মালিক আশরাফুল ইসলাম বলেন, কয়েকদিন আগে যে চাল বিক্রি করেছি ৪৮ টাকা কেজি। সেই চাল এখন বিক্রি করছি ৫১ টাকা কেজি।

মোটা চাল বিক্রি হতো ৩৮-৪০ টাকায়। সেটি এখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৪২-৪৩ টাকা কেজি হিসেবে। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ধানের দাম বেড়েছে দোহায় দিয়ে সুযোগসন্ধানী অটো মিল মালিকরা চালের দাম বাড়িয়েছে।

হরিপুর এলাকার বাসিন্দা রাশেদ ইসলাম বলেন, ‘আমার পরিবারে সপ্তাহে ১৫ কেজি চাল লাগে। চালের মূল্য বাড়ায় সপ্তাহে বাড়তি টাকাও গুনতে হচ্ছে। কিন্তু আয় না বাড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।’

শুধু রাশেদই নয় অনেকেই জানান, চালের বাড়তি দামের কারণে সংসারের খরচ বেড়ে গেছে। চালের দাম না বাড়নোর আহ্বান জানান তারা।

কুষ্টিয়া জেলা চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদিন প্রধান বলেন, কয়েক সপ্তাহ আগে বাজারে ধানের দাম ছিলো আটশ টাকা থেকে সাড়ে ৯শ টাকা মন। সেই ধান কয়েকদিন হলো কিনতে হচ্ছে ১০৫০ টাকা সাড়ে এগারোশ টাকা মন হিসেবে। তাই মিলারদের চালের দাম একটু বাড়াতে হচ্ছে।

জয়নাল আবেদিন বলেন, বর্তমানে কাজললতা ও মিনিকেট (সরু) জাতের চালের চাহিদা বেশি থাকায় ধানের বাজারও বেশি হয়। যার কারনে হিসাব মেলাতে গিয়ে বেশি দামে এ ধান কেনার ফলে চালের দামও একটু বেড়ে যায়।

নতুন ধান উঠলে আবার ধানের বাজার কমে যাবে। তখন অটোমেটিকভাবে চালের দামও কমবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

জেলা বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম বলেন, মিলাররা কোন ঘোষণা ছাড়াই চালের দাম বাড়িয়েছে। তবে কেন বাড়িয়েছে তা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমরা একটি টিম খাজানগর রাইচ মিল এলাকায় মিলারদের অবস্থা কি তা জানতে অভিযানে নামবো।

খাদ্য নিয়ন্ত্রক (কারিগরি) এ,কে,এম শাহনেওয়াজ বলেন, বাজারে ধানের আমদানী কম থাকায় বেশি দাম দিয়ে ধান কিনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। যার ফলশ্রুতিতে চালের দামও বেড়েছে। তিনি বলেন, আগামী ১৫-২০ দিনের

মধ্যে আবার নতুন ধান উঠলে চালের দাম কমে যাবে।

জনগণের ভালোবাসায় আবারও নির্বাচন করতে বাধ্য হচ্ছি-আমাম হোসেন

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন (মিলু)।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন- আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

আমাম হোসেন মিলু – আমি পরপর দুইবার আওয়ামী লীগের মনোনিত প্রার্থী হিসেবে মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। জনগণের দেওয়ায় বিপুল পরিমাণ ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। এরই ধারাবহিকতায় আমি বর্তমানে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আসন্ন ইউপি নির্বাচনে আমি অংশ নিতে চেয়েছিলাম না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা আমাকে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে বাধ্য করেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন-আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

আমাম হোসেন মিলু- আগামী নির্বাচনে দলীয় সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে

আমি শতভাগ আশাবাদী। ২০১১ সাল থেকে আমি নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি যথাযতভাবে পালন করেছি। আজ পর্যন্ত কোন ধরনের দুর্নীতি আমি নিজে করিনি এবং আমার ইউনিয়নের কোন সদস্যকে করতেও দিইনি। সততার সাথে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এছাড়াও আমি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। সেক্ষেত্রে আমার ইউনিয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিকল্প কিছু ভাববে বলে আমার মনে হয় না। ইউপি নির্বাচনকে সামনে রেখে অনেকেই প্রার্থী হতে চাইবে। সবাই সবার মত করে মনোনয়ন নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে দলের হাইকমান্ড আছে আমাদের জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রি ফরহাদ হোসেন এমপি আছেন। উনি খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রতিটি ইউনিয়নে যোগ্য প্রার্থীরাই মনোনয়ন পাবে বলে আমি আশা করছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন -বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ নেয় তাহলে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন?

আমাম হোসেন মিলু- বিএনপি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছে এ জন্য আমি তাদের স্বাগতম জানাই। একটি রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচনে না যায় তবে সেই দলের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যরাই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে। নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকবেই। তারপর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জন্য যে পরিমাণ উন্নয়ন করেছে এবং এই ধারাবাহিকতায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এতে জনগণ অন্য কোন দলকে সমর্থন করবে বলে আমার মনে হয় না। এছাড়াও বিএনপির মনোনয়ন বানিজ্যের কারণে ঐ সংগঠনের উপর জনগণের আস্থা হারিয়ে গেছে। আমি মনে করি আগামী ইউপি নির্বাচনে শুধু মহাজনপুর ইউনিয়নই না, মুজিবনগর উপজেলার চারটি ইউনিয়নেই নৌকার প্রার্থী জয়ী হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন- দুইবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

আমাম হোসেন মিলু-আপনারা জানেন মহাজনপুর ইউনিয়ন একটি সন্ত্রসী অধ্যুষিত এলাকা ছিল। জনগণ শান্তিতে বসবাস করতে পারতো না। আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর আমার মূল লক্ষ্য ছিল এলাকা থেকে সন্ত্রাস দমন করা। মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ও প্রশাসনের সহযোগীতায় মহাজনপুর ইউনিয়ন এখন সন্ত্রাস মুক্ত। এটা

আমার জন্য বড় সাফল্য। এছাড়াও প্রতিটি ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, প্রতিষ্ঠান গুলো চাকচিক্য করাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি সেবা জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন- আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি কাজ করতে চান?

আমাম হোসেন মিলু -আমদের উন্নয়নমূলক কিছু কাজ বাকি আছে। রাস্তার কিছু কাজ এখনো করা হয়নি। ব্রিজ এবং কালভাট কয়েকটি জায়গায় প্রয়োজন। আমাদের বিলের সুইচ গেটের জন্য জলাবদ্ধতার কারণে এবার বেশ কিছু ফসলের ক্ষতি হয়েছে। এই বিলটি খনন করে সুইচ গেটটি মেরামত করতে হবে। আমাদের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মহদ্বয়ের অত্যন্ত সু দৃষ্টি আছে আমাদের ইউনিয়নের প্রতি। আমি আশা করছি আগামী এই সকল কাজ গুলো আমি করবো।

রাষ্ট্রয়াত্ত্ব চিনিকল বন্ধের পরিকল্পনার প্রতিবাদে কেরুতে গেট মিটিং

রাষ্ট্রয়াত্ত্ব চিনিকল সমূহ বন্ধের পরিকল্পনার প্রতিবাদে কেন্দ্রিয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলে কেরুর শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ৮ টার সময় কেরুজ কেইন কেরিয়ার চত্তরে অনুষ্ঠিত গেট মিটিংএ সভাপতিত্ব করেন কেরু এন্ড কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো.তৈয়ব আলী।

বক্তব্য রাখেন কেরু এন্ড কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক ও বাংলাদেশ চিনিকল শ্রমিক ও কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি মো.মাসুদুর রহমান মাসুদ, সহ-সভাপতি মো.মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক মো.খবির উদ্দীন,সাবেক সাধারন

সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, শ্রমিক নেতা ফিরোজ আহমেদ সবুজ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের বন্ধ হওয়া চিনিকল গুলো চালু করে রাষ্ট্রয়াত্ত্ব ঘোষনা করেছিলেন। মিল গুলোতে অনেক শ্রমিক ও কর্মচারীর সাথে আখচাষী, সাধারন ব্যবসায়ী জীবিকা নির্বাহ করে তাদের সংসার চালিয়ে আসছেন।

এ ছাড়া শ্রমিক ও কর্মচারীর পেটে লাথি না মেরে কি ভাবে মিল গুলো চালু রেখে সেগুলিকে লাভ জনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করা যায় সে দিকে দৃষ্টি দেয়ার আহবান জানিয়েছেন তারা।

এ সময় কেরু এন্ড কোম্পানির সকল শ্রমিক ও কর্মচারী উপস্হিত ছিলেন, অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন কেরু এন্ড কোম্পানির শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন দর্শনা চুয়াডাঙ্গা।

গাংনী ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদে সদস্য পদে ৫ প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র দাখিল

মেহেরপুরের গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য পদে উপ-নির্বাচনে ৫ প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছে। এরা হচ্ছে-জুগিন্দা গ্রামের খোদা বক্সের ছেলে আলাউদ্দিন, একই গ্রামের মরহুম জাফর আলীর ছেলে জাকির হোসেন, মরহুম খোদা বক্সের ছেলে সালাউদ্দিন, মফিজুল ইসলামের ছেলে জাহিদুল ইসলাম ও শাহাজাদ আলী শাহ’র ছেলে মফিজুল ইসলাম।

উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার যাবতীয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় তপশীল ঘোষনা ও মনোনয়ন পত্র বিক্রী শুরু করেছে উপজেলা নির্বাচন অফিস।
বুধবার বিকেল ৫ টা পর্যন্ত মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ সময়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৫টি মনোনয়ন পত্র জমা হয়েছে।

চলতি মাসের ২৬ তারিখ বেলা ১১ টার সময় মনোনয়ন পত্র যাচাই-বাছাইয়ের দিন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগামী ২০ অক্টোবর ভোট গ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সকল নিয়ম-কানুন মেনেই উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্যঃ গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ২ ন¤^র ওয়ার্ডের সদস্য জাফর আলী অসুস্থ্যজনিত কারণে মৃত‚ বরণ করলে উক্ত ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যপদটি শুন্য হয়।

‘বিএনপি-জামায়াত সরকার দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে’- হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, অতীতে বিএনপি-জামায়াত সরকার দুর্নীতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লালন পালন করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। সেই দুর্নীতির মূল এখন উৎপাটন হচ্ছে। অতএব সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সমালোচনা করা মানে দুর্নীতিবাজদের পক্ষ নেয়া।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, সারাদেশে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। অথচ বিএনপি নেতারা কোন উন্নয়ন দেখে না। কারণ তারা কখনো দেশের উন্নয়ন করেনি। তাদের সেই ব্যর্থতা ঢাকতে বিএনপি নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে বিষেদাগার করছে।

তিনি আরো বলেন, বিএনপি একটি জনবিচ্ছিন্ন দল। এই দলের কথা বলার কিছু নেই। সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে তারা জনগনের দৃষ্টি

আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

এ সময় কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের সাংসদ সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খানসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মেলা

মেহেরপুরে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ছাগলের এক্সিভিশন মেলা উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় সদর উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিসের কার্যালয় থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালি বাসস্ট্যান্ড এলাকা প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালি শেষ জেলা প্রাণীসম্পদ অফিস চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে র্যালিতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন, কৃষি কর্মকর্তা দিপক কুমার প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সদর উপজেলা প্রানীসম্পদ কর্মকর্তা ড. তহিদুল ইসলাম।

প্রাণীসম্পদ অফিস চত্বরে ব্ল্যাক ছাগল মেলায় উপজেলার ১২ জন

খামারি ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের কয়েক’শ ছাগল নিয়ে মেলাই অংশ গ্রহণ করে। সেরা ছাগল খামারির মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হয়।

জামিন পেলেন সংগ্রাম সম্পাদক আবুল আসাদ

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক আবুল আসাদকে এক বছরের জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বুধবার বিচারপতি মো. এমদাদুল হক ও মো. আকরাম হোসেন চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আদালতে আবেদনের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী খন্দকর মাহবুব হোসেন ও মোহাম্মদ শিশির মনির।

পরে শিশির মনির সাংবাদিকদের জানান, সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক আবুল আসাদকে আদালত রুলসহ এক বছরের জামিন দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসি কার্যকর হওয়া কাদের মোল্লাকে ‘শহীদ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পরদিন ১৩ ডিসেম্বর পত্রিকাটির কার্যালয় ভাঙচুর করে মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চের একদল নেতাকর্মী।

মঞ্চের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও সেক্রেটারি আল মামুনের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা বিকাল ৫টার দিকে কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ভাঙচুর চালায়। তারা কার্যালয়ে ঢুকে বেশ কয়েকটি টেলিভিশন, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদকে হাতিরঝিল থানায় নিয়ে যায়।

ওইদিন রাতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোহাম্মদ আফজাল সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদকসহ সাত-আটজনকে আসামি করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা করেন।

সূত্র- যুগান্তর

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত বৃহস্পতিবার

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে কবে এ পরীক্ষা আয়োজন করা যায় তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আগামী বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) অনলাইন বৈঠকে বসবে আন্তঃশিক্ষা সমন্বয়ক বোর্ড। সভায় উপস্থিত থাকবেন সব শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বোর্ড থেকে এ তথ্য জানানো হয়। আন্তঃশিক্ষা সমন্বয়ক বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এস এম আমিরুল ইসলাম বলেন, করোনা পরিস্থিতির মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পরীক্ষা আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্দেশনা দিলে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু করবো। পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) সব শিক্ষাবোর্ডের সঙ্গে আলোচনার পর একটি প্রস্তাব তৈরি করবো।

মাদরাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কায়সার আহমেদ জানান, এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর আন্তঃশিক্ষা সমন্বয়ক বোর্ডের সভা ডাকা হয়েছে। পরীক্ষা কবে ও কীভাবে নেয়া যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতিতে এইচএসসি পরীক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শ, করোনা বিষয়ক জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটির সুপারিশ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভর করছে।

প্রসঙ্গত, গত ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরুর কথা ছিল। করোনা মহামারির কারণে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে যায়। গত ২২ মার্চ থেকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয় যা আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন